দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২০

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

গত বছর আগস্ট মাসে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার মৌসুম চলছে। এসব পরীক্ষার একটা উদ্দেশ্য সবচেয়ে যোগ্য ছাত্র বা ছাত্রী বেছে নেয়া। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে ভর্তি করার রেওয়াজ উঠে গেছে।

আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ৩ হাজার ৭শ' আসনের জন্য ৬৩ হাজার দরখাস্ত পড়েছে। প্রতি আসনের জন্য ১৯টি। এবার ভর্তির জন্য দরখাস্ত গতবছরের চেয়ে ১২ হাজার বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের একটা আকর্ষণ আছে। সেজন্যই হয়তো এত দরখাস্ত পড়েছে। তবে প্রায় সবাই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। তাই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানাভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা থেকে আন্দাজ করা কঠিন। তবু সাধারণভাবে বলা চলে, উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন নতুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন করা দরকার।

বিশ্বকাপকে উপলক্ষ করে গত এইচএসসি পরীক্ষা এক মাস পিছানো হয়েছিল। আগস্ট মাসে পরীক্ষার ৪ মাস পর ডিসেম্বরে ফল প্রকাশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এপ্রিল মাসে। তারপর ভর্তি পরীক্ষার শেষ ফল কবে প্রকাশিত হবে কে জানে। ভাগ্য ভাল হলে এসব ছাত্রছাত্রী সেপ্টেম্বর মাসে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করলেও করতে পারে। অতএব শিক্ষাজীবন থেকে এদের একটা বছর হাওয়া হয়ে গেল। শুরুতেই এই অবস্থা। অন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কমবেশি একই ধারা। এসব ব্যাপারে আমরা এতই অভ্যস্ত যে, প্রশ্ন তুলতেও ভুলে গেছি। যাদের সামর্থ্য আছে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কেন বিদেশে পড়াশোনার জন্য পাঠান বুঝতে কষ্ট হয় না।

সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোর জন্য সমন্বিত একটা ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব উঠেছিল। বিষয়টি বেশি দূর এগিয়েছে বলে আমরা শুনিনি। বহু দেশে 'জয়েন্ট ম্যাট্রিকুলেশন' এ্যান্ড এ্যাডমিশন বোর্ড' বা ঐধরনের প্রতিষ্ঠান সবার জন্য ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। আমেরিকায় আছে 'এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস'-সহ অন্যান্য সংগঠন। আমাদের দেশে এতদিন পরও ঐধরনের কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। ফলে অসহায়-উদ্বিগ্ন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা দুয়ারে দুয়ারে হানা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে ছাত্র বাছাই করতে চান না। তারা নিজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের যাচাই করতে চান। এই ভর্তি পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও যোগ্যতা যাচাই করার জন্য কতটা উপযুক্ত সে ব্যাপারেও প্রশ্ন আছে। দেশের কোন কোন শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ভর্তি কোচিং সেন্টার। এসব সেন্টারে উচ্চ ফি নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করার 'আর্ট' শেখানো হয়। ব্যাটারি চিকেনের মতো ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানের খাদ্য গ্রহণ করে। যাদের পয়সা নেই কিংবা যারা দূরদূরান্তে বাস করেন তাদের মেধা ও যোগ্যতা থাকলেও ভর্তি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার কলাকৌশল শেখা থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে বড় শহরের উচ্চবিত্ত মানুষের সন্তানসন্ততিদের জয়জয়কার। সব মিলিয়ে সন্দেহ থেকে যায়, দেশে উচ্চশিক্ষার সীমিত সুযোগ যোগ্যতমরা পায় কিনা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেধা ও যোগ্যতা বাছাইয়ের ক্ষমতা রাখে কিনা।

আমরা আশা করবো, প্রশ্ন ফাঁস, প্রশ্নপত্রের ঘাটতি বা অন্য কোন ধরনের বিশৃংখলা ছাড়াই এবার সকল ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের উদ্বেগমুক্ত করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রতিবছরই যে ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন তা বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।